যায়যায়দিন

তারিখ 25 JUL 2013
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

জাবির প্রশাসনিক কার্যক্রম চালুর নির্দেশ হাইকোর্টের

যায়যায়দি রিপোর্ট

অবিলম্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমদের হাইকোর্ট বেঞ্চ অন্তর্বর্তীকালীন এ আদেশ দেন।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য, প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার। এ আদেশের পাশাপাশি আদালত রুল জারি করেছেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোখলেছুর রহমান।

ড. শাহদীন মালিক জানান, অবিলম্বে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য, প্রক্টর এবং রেজিস্ট্রারের প্রতি এ নির্দেশনা জারি করেছেন আদালত। একই সঙ্গে রুলও জারি করেছেন।

রুলে আবেদনকারীসহ অন্যসব শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তার অবাধে প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যসব সুবিধা নিতে ও সিনেট, সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিটিসহ অন্যান্য সভা অনুষ্ঠান এবং অংশগ্রহণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, তা জানতে চেয়েছেন আদালত। বিবাদীরা হচ্ছেন, স্বরাষ্ট্র সচিব, শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, আইজিপি, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার, আশুলিয়ার ওসি, জাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কার্যক্রম : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

কার্যক্রম : জাবির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট ১৪ জন। চার সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

চেম্বার আদালতে রিট আবেদনটি দায়ের করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসহ চার শিক্ষক। তারা হলেন, চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল আলম, ইংরেজি অধ্যাপক আহমেদ রেজা, সরকার ও রাজনীতি সহকারী কেএম মহিউদ্দিন এবং বাংলা বিভাগের ছাত্র রাইয়ান রাজি।

জানা যায়, উপাচার্যের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ এনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ব্যানারে শিক্ষকরা তার পদত্যাগ দাবি করছেন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯ জুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২০ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। ফলে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি আটকে রয়েছে এবং এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

এছাড়া অবরোধের কারণে ২০ জুনের নির্ধারিত সিন্ডিকেট সভা, ২১ জুনের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন সভা বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে নিয়মিত অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা না হওয়ায় এমফিল, পিএইচডির ভর্তি আটকে আছে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ও শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় এবং ক্যাম্পাসে ভাংচুরের নেপথ্যে থাকা অপরাধীদের বিচার না করা, সংবাদ মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মর্যাদাহানিকর বক্তব্য প্রদান, শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে একবার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে পুনরায় তা প্রত্যাহার, শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় প্রহসনের বিচার, শিক্ষকদের সম্পর্কে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, অযোগ্য প্রার্থীকে পদোন্নতি দেয়ার অপচেষ্টা, ভর্তি কার্যক্রমে অনিয়ম, অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব না দেয়া, প্রক্টরিয়াল বডির সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করা এবং সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচিত সদস্যকে অপমানিত করা।

এদিকে, উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের মধ্যে আরো একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় উপাচার্যের পদত্যাগ বিষয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন সাধারণ শিক্ষক পর্ষদের ব্যানারে শিক্ষকদের একটি অংশ। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ রেজা এ অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।